# প্রকল্পের নাম: শিশুসাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে চিন্তাশীল। এরই ফলশ্রুতিতে কমেছে শিশুমৃত্যু হার। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগেই নতুন সংযোজন শিশুসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পের নামও দিয়েছেন নিজে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প।

  জন্মের পর কি শিশুর হার্টের সমস্যা ধরা পড়েছে? হার্টে ফুটো, কোনও ভালভ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, হার্টে রক্ত চলাচলে সমস্যা ইত্যাদি যে কোনও রোগ অর্থাৎ চিকিৎসক কি কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট (Congenital Cardiac Defect) জাতীয় কিছু বলেছেন? একদম চিন্তা না করে চলে আসা যাবে কলকাতার ২টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনওটিতে। তবে সেটি অবশ্যই জেলার বা ব্লকস্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে, সরাসরি নয়।

  ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিশুর হার্টের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের সব দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। হার্টের বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করিয়ে বাবা-মা, শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন।

  সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

- **কারা এই সুযোগ পাবেন:** এককথায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাজ্যের যে কোনও শিশু। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী, শিশুর পরিবারের আয়ের কথা মাথায় রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, পরিবারের যত কম বা যত বেশি আয়-ই হোক, এপিএল বা বিপিএল— তা হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। শিশুটি রাজ্যের, এটাই শেষ কথা।

এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ CMOH এবং ব্লকস্তরে BMOH-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।